Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন-হাদিসের আলোকে শবে বরাতে করণীয় ও বর্জনীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুসরাত জাহান

রোলঃ 21500217227

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন-হাদিসের আলোকে শবে বরাতে করণীয় ও বর্জনীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুসরাত জাহান

রোলঃ 21500217227

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ কুরআন-হাদিসের আলোকে শবে বরাতে করণীয় ও বর্জনীয় ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নুসরাত জাহান, আইডিঃ 21500217227 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআন-হাদিসের আলোকে শবে বরাতে করণীয় ও বর্জনীয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

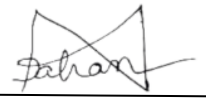

(স্বাক্ষর)

নুসরাত জাহান

আইডিঃ 21500217227

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

সূচিপত্র

ভুমিকা
শবে বরাতের প্রামাণ্যতা
শবে বরাতের ফজিলত
শবে বরাতের আমল ও ইবাদত
শবে বরাতের পরের দিন রোজা
কিছু সনদ-বিহীন বানোয়াট আমল
শবে বরাতে করনীয়
শবে বরাতের বরকত লাভের পূর্বশর্ত
শবে বরাতে বর্জনীয় কাজসমূহ
উপসংহার
সহায়ক গ্রন্থ

ভূমিকা:

بسم للاه الرَّحْمَهن الرَّهح هيم

মধ্য শাবানের রাত্রি বা শবে বরাত আমাদের দেশে অনেক বছর ধরেই পালিত হয়ে আসছে। আঞ্চলিক ভাবে অনেকটা উৎসবের পালিত মতোই এ রাতটা কারও কারও কাছে বহুল গুরুত্বপূর্ণ। নির্দিষ্ট রাকাআত সালাত, রাত জাগা, হালুয়া রুটি তৈরি ও বিতরণ, অনেকে ফরযের চেয়েও গুরুত্ব দিয়ে করেন। তবে অনেকের মতে এ শবে বরাতের কোনো অস্তিত্বই নেই। তারা মনে করেন শবে বরাত এর বিষয়ে কুরআন ও হাদিসের আলোকে সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই, তাই শবে বরাত যখন নেই একে কেন্দ্র করে আমল করার কোনো প্রশ্নই আসে না। এভাবে বিভিন্ন দল ও মতের পার্থক্য হওয়ার কারনে বিষয়টি কখনও বাড়াবাড়ি, কখনও ছাড়াছাড়ির

রূপ নেয়। ভিন্ন মতানুসারী ব্যক্তিরা একে অপরের ওপর চড়াও হয়। তবে প্রান্তিকতার ঊর্ধ্বে গিয়ে আমাদেরকে সঠিক দলিল অনুসন্ধান করতে হবে। ইবনু তাইমিয়্যা লিখেছেন:

“কারও মুকাল্লিদ হয়ে যে-লোক কারও কোনো মত অনুসরণ করেন, তিনি কিন্তু অন্য কোনো মুকাল্লিদ যদি অন্য কারও মত অনুসরণ করেন, তাকে কিন্তু তিনি তিরস্কার করতে পারেন না। তবে তবে এদের কারও কাছে যদি চূড়ান্ত শারয়ি সবুত থাকে, সেটা জানামাত্র তার অবশ্য মেনে নেয়াটা কর্তব্য। প্রমাণ ছাড়া কেউই এক মতের ওপর অন্য মতকে প্রাধান্য দিতে পারবে না। কোনো মতের পক্ষে হেলতে পারবে না। বা একজনের ওপর আরেকজনকে অগ্রাধিকার দিতে পারবে না।" (মাজমু' ফাতাওয়া ৩৫:২৩৩)

এই শারয়ি সাবুত খোঁজাই এই গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য। শবে বরাত কি আসলেই আছে? থাকলে করণীয় কি আর বর্জনীয় কি, এসব প্রশ্নের সমাধান পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা কুরআন ও হাদিসের আলোকে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

শবে বরাত এর প্রামাণ্যতা

ফার্সি শব্দ শবে বরাত এর 'শব' অর্থ 'রাত' আর ' 'বরাত' অর্থ 'সৌভাগ্য'। তবে আরবীতে বারাআত শব্দটির অর্থ অনেকটাই ভিন্ন। আরবীতে বারাআাত অর্থ বিচ্ছিন্নতা, মুক্ত হওয়া, সম্পর্কছিন্নতা ইত্যাদি। আরবী লাইলাতুল বারাআত বা বিমুক্তির রজনী বলতে আরবী ৮ম মাস শাবানের মধ্যম রজনী বোঝানো হয়।

কুরআন বা হাদিসের কোথাও, এবং সাহাবী তাবেয়ীদের সময়েও 'লাইলাতুল বারাআত' শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়নি। এ রাতের ক্ষেত্রে হাদিসে ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে 'লাইলাতুল নিসফি মিন শাবান' বা 'শাবানের মধ্যম রজনী'। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কুরআন ও হাদিসের আলোকে শবে বরাত বা লাইলাতুল নিসফি মিন শাবানের অস্তিত্ব আছে কিনা।

কুরআনের আলোকে শবে বরাত এর প্রামাণ্যতা ঃ

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কুরআন এর কোনো উল্লেখ বা বিবরণ নেই। তবে সূরা দুখানের নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে কিছু মত আছে।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُفِي لَيْلَةٍمُبَارَكَةٍإِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ

'নিশ্চয়ই আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রাতে। নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। (সুরা আদ-দুখান : ৩)

এই আয়াতে উল্লিখিত لَيْلَةٍمُبَارَكَةٍ বলতে অনেকে শবে বরাত মনে করেন।

(সাহাবী ইবনু আব্বাস এর খাদেম তাবিয়ী ইকরিমা বলেন, মুবারক রজনী হচ্ছে মধ্য শাবানের রজনী, যে রাতে গোটা বছরের সকল বিষয়ে ফয়সালা করা হয়। দ্বিতীয় হিজরী শতকের একজন বর্ণনাকারী বক্তব্যটি ইবনু আব্বাসের বক্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন। আন-নাদর বিন ইসমাঈল (১৮২ হি) নামক একব্যক্তি বলেন, তাকে মুহাম্মদ বিন সুক্কা বলেছেন, তাকে ইকরিমাহ বলেছেন ইবনু আব্বাস থেকে, তিনি উপরে উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: মুবারক রজনী হলো মধ্য-শা'বানের রাত। এতে মৃত্যু বরণকারীদের নাম বর্ণনা করা হয়, হাজ্বীদের তালিকা তৈরি হয়, অতঃপর কোনে বাড়তি-কমতি করা হয়না।"

এ সনদের রাবী 'আন-নান্দ্র ইবনু ইসমাঈল (১৮২ হি)' কুফার একজন গল্পাকার ওয়ায়েয ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে সৎ হলেও হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তার ভুলের কারণে মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল আখ্য দিয়েছেন। আবুল হাসান ইজলি বলেছেন, এ ব্যক্তি বিশ্বস্ত। ইয়হয়িয়া বিন সাঈদ বলেছেন, সে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য ও মূল্যহীন। ইমাম নাসায়ী ও আবু যুর'আ বলেছেন, সে শক্তিশালী বা গ্রহণযোগ্য নয়। ইয়াহয়িয়া বিন মাঈন বলেছেন: নাদর বিন ইসমাঈল সত্যবাদী তবে সে কি বর্ণনা করে তা নিজেই জানে না। ইমাম বুখারী ইমাম আহমদের বরাত দিয়ে বলেন, এ ব্যক্তি সনদ মুখস্থ রাখতে পারত না। ইবনু হিব্বান বলেন, তার ভুল খুব মারাত্মক, যে কারণে তিনি পরিত্যক্ত বলে গণ্য হয়েছেন।"

আন-নাদর ইবনু ইসমাঈলের অবস্থা অবলোকন করলে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি ভুল বশত ইকরিমার বক্তব্যকে ইবনু আব্বাসের বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি সম্ভবত মুহাম্মাদ ইবনু সুত্বাকে বলতে শুনেছেন)عن عكرمة مولى ابن عباس(: "ইকরিমা থেকে, ইবনু আব্বাসের মাওলা"। তিনি ভুলে বলেছেন)عن عكرمة عن ابن عباس("ইকরিমা থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে.."। এভাবে মাকতু হাদীস বা তাবিয়ীর বক্তব্য মাওকুফ বা সাহাবীর বক্তব্যে পরিণত হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বস্ত অনেক রাবীই স্মৃতির দুর্বলতা, নিয়মিত চর্চা ও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের অভাবে এভাবে অনেক সময় মাকতু হাদীসকে মাওকুফ বা মাওকুফ হাদীসকে মারফু রূপে বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য রাবীদের বর্ণনার সাথে তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে মুহাদ্দিসগণ এ সকল ভুল নির্ধারণ করেছেন।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, তাবিয়ী ইকরিমা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি সূরা দুখানে উল্লিখিত 'মুবারক রজনী' বলতে 'মধ্য শাবানের রজনী' বুঝতেন।

উল্লেখ্য যে, মুফাসসিরগণ ইকরিমার এ মত গ্রহণ করেন নি। প্রসিদ্ধ মুফাসসিরদের মধ্যে কেউই ইকরিমার এ মত গ্রহণ করেন নি।

কোনো কোনো মুফাস্সির দুটি মত উল্লেখ করেছেন এবং কোনোটিরই পক্ষে কিছু বলেন নি। আর অধিকাংশ মুফাস্সির ইকরিমার মতটি বাতিল বলে উল্লেখ করেছেন এবং অন্যান্য সাহাবী-তাবিয়ীর মতটিই সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন।"

'মুবারক রজনী'-র ব্যাখ্যায় বিভিন্ন সাহাবী ও তাবিয়ী বলেছেন যে, এ রাতটি হলো 'লাইলাতুল কাদর' বা 'মহিমান্বিত রজনী'। সাহাবীগণের মধ্য থেকে ইবনু আব্বাস (রা) ও ইবনু উমার (রা) থেকে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। তাবেয়ীগণের মধ্যে থেকে আবু আব্দুর রহমান আল-সুলামী (৭৪ হি), মুজাহিদ বিন আর (১০২ হি), হাসান বসরী (১১০ হি), ক্বাতাদা ইবনু দি'আমা (১১৭ হি) ও আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম (১৮২ হি) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা বলেন যে, সঠিক মত হলো, এখানে মুবারক রজনী' বলতে 'লাইলাতুল ক্বাদর'-কে বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ যে রাত্রিতে কুরআন কারীম অবতীর্ণ করেছেন সে রাত্রিকে এক স্থানে লাইলাতুল ক্বাদর বা 'মহিমান্বিত রজনী' বলে অভিহিত করেছেন"। অন্যত্র এ রাত্রিকেই 'লাইলাতুম মুবারাকা' বা 'বরকতময় রজনী' বলে অভিহিত করেছেন। এবং এ রাত্রিটি নিঃসন্দেহে রামাদান মাসের মধ্যে; করণ অন্যত্র আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, তিনি রামাদান মাসে কুরআন নাযিল করেছেন।" এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুবারক রজনী রামাদান মাসে,

শাবান মাসে নয়। তাঁদের মতে 'লাইলাতুম মুবারাকা' এবং 'লাইলাতুল ক্বাদর' একই রাতের দুটি উপাধি।)

[কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত: ফযীলত ও আমল, ড খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর]

ইমাম ইবনু কাসির রহ. বলেন:

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ إِنَّهُ أَنْزَلَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، وَهِيَ ليلة القدر كما قال عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ...وَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ كَمَا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ فَقَدْ أَبْعَدَ النُّجْعَةَ، فَإِنَّ نَصَّ الْقُرْآنِ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ

'আল্লাহ তাআলা কুরআনের ব্যাপারে জানিয়ে দিলেন যে, এটাকে তিনি বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছেন। আর সেটা হলো শবে কদর। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, "নিশ্চয়ই আমি কুরআন শবে কদরে অবতীর্ণ করেছি।" ...আর যারা বলে যে, এ রাতটি হলো, মধ্য শাবানের রাত তথা শবে বরাত -যেমনটি ইকরামা রহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে- তারা প্রকৃত সত্য থেকে অনেক দূরে। কেননা, কুরআনের সুস্পষ্ট ভাষ্য হলো, শবে কদর রমজান মাসে হয়।' (তাফসিরু ইবনি কাসির ৭/২২৫, প্রকাশনী: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

অতএব, কুরআনের আলোকে শবে বরাতের অস্তিত্ব আমরা ওভাবে কোনো দলিল পেলাম না।

হাদিসের আলোকে শবে বরাতের এর প্রামাণ্যতাঃ

সহিহ ইবনু হিব্বানে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَطْلُعُ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

'মুআজ বিন জাবাল রা. সূত্রে রাসুলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা শাবান মাসের পনেরো তারিখ রাতে তাঁর সৃষ্টিকূলের দিকে (বিশেষ রহমতের) দৃষ্টি দেন। অতঃপর মুশরিক ও হিংসুক ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন।' (সহিহু ইবনি হিব্বান: ১২/৪৮১, হা. নং ৫৬৬৫, প্রকাশনী : মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

এ হাদিসটির সনদ জইফ বা দুর্বল হলেও একাধিক সাহাবি সূত্রে এর আরও অনেক সনদ থাকায় হাদিসটি 'সহিহ' এর মানে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, যা আহকাম বা ফাজায়িল সব ক্ষেত্রেই প্রমাণযোগ্য।

শাইখ আলবানি রহ. এ হাদিসটির ব্যাপারে মন্তব্য করেন:

حديث صحيح، روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا وهم معاذ بن جبل وأبو ثعلبة الخشني وعبد الله بن عمرو وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وأبي بكر الصديق وعوف ابن مالك وعائشة

'হাদিসটি সহিহ। এক দল সাহাবি থেকে বিভিন্ন সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, যার একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে। সে সকল সাহাবিগণ হলেন, মুআজ বিন জাবাল রা., আবু সালাবা রা., আব্দুল্লাহ বিন উমর রা., আবু মুসা আশআরি রা., আবু হুরাইরা রা., আবু বকর সিদ্দিক রা., আওফ বিন মালিক রা., আয়িশা সিদ্দিকা রা.। (সিলসিলাতুস আহাদিসিস সহিহা ৩/১৩৫, হা. নং ১১৪৪, প্রকাশনী: মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ)
ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন:

ليلة النصف من شعبان، فقد روى في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها

'শবে বরাতের ফজিলতের ব্যাপারে অনেক মারফু হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, এটা ফজিলতপূর্ণ একটি রাত। সালাফের অনেকে বিশেষভাবে এ রাতে (নফল) নামাজ পড়তেন।' (ইকতিজাউস সিরাতিল মুসতাকিম: ২/১৩৬-১৩৭, প্রকাশনী: দারু আলামিল কুতুব, বৈরুত)

হাফিজ ইবনু হাজার হাইসামি রহ. বলেন:

وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِهَذِهِ اللَّيْلَةِ فَضْلًا وَأَنَّهُ يَقَعُ فِيهَا مَغْفِرَةٌ مَخْصُوصَةٌ وَاسْتِجَابَةٌ مَخْصُوصَةٌ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِيهَا

'সারকথা হলো, শবে বরাতের ফজিলত সুসাব্যস্ত একটি বিষয়। এ রাতে বিশেষভাবে ক্ষমা করা হয় এবং বিশেষভাবে দুআ কবুল করা হয়। এ ভিত্তিতেই ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেছেন, এ রাতে দুআ করা মুসতাহাব।' (আল-ফাতাওয়াল ফিকহিয়্যাতুল কুবরা: ২/৮০, প্রকাশনী: আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা)

আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরি রহ. বলেন:

اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي فَضِيلَةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ عِدَّةُ أَحَادِيثَ مَجْمُوعُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهَا أَصْلًا
'জেনে রেখো যে, শবে বরাতের ফজিলতের ব্যাপারে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে, সমষ্টিগতভাবে যা প্রমাণ করে যে, এর ভিত্তি আছে।' (তুহফাতুল আহওয়াজি: ৩/৩৬৫, প্রকাশনী: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

শবে বরাতের ফজিলত

মধ্য-শাবানের রজনীর সাধারণ ফযীলতে বর্ণিত হাদীস সমূহঃ শবে বরাত এর প্রামাণ্যতা সম্পর্কে আমরা হাদিসের দালিলিক প্রমাণ পেলাম। এর ফজিলত সম্পর্কে বেশ কিছু হাদিস রয়েছে। যা ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর এর ' কুরআন সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত, ফজিলত ও আমল গ্রন্থে বর্নিত হয়েছে।

মধ্য শাবানের রজনীর ফযীলতে বর্ণিত কিছু হাদীসে, এ রাতের বিশেষ মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ রাতের মর্যাদা বা ফযীলত অর্জনের জন্য বিশেষ কোনো কর্ম বা আমলের নির্দেশ দেয়া হয় নি। এ হাদীস সমূহ বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে যা সামগ্রিক বিচারে হাদীস বিশারদগণের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ বলে প্রমানিত হয়েছে। এ অর্থের হাদীসগুলি নিম্নে আলোচনা করা হলো।

হাদীস নং ১: আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণিত হাদীস

আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ لَيَطلع في ليلة النصف مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ "মহান আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে তাঁর সৃষ্টির প্রতি দৃকপাত করেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষনকারী

ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন।" এ হাদীসটি ইমাম ইবনু মাযাহ একাধিক সনদে 'ইবনু লাহীয়া'-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন।" দ্বিতীয় হিজরী শতকের মিশরীয় মুহাদ্দিস ইবনু লাইয়া (১৭৪ হি) কখনো বলেছেন, তাকে দাহ্হাক ইবনু আইমান, দাহ্হাক ইবনু আব্দুর রাহমান থেকে, তিনি আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে হাদীসটি বলেছেন। কখনো তিনি বলেছেন, তাকে যুবাইর ইবনু সুলাইম, দাহহাক ইবনু আব্দুর রাহমান থেকে আবু মূসা (রা) থেকে হাদীসটি বলেছেন।

উক্ত ইবনু লাহীয়া (আব্দুলাহ্ বিন লাহীয়া আল হাঘরামী, আবু আব্দুলাহ আল মিসরী) একজন তাবে-তাবেয়ী, বিশিষ্ট আলিম, ফক্বীহ, ক্বারী ও হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। কিন্তু হাদীস মুখস্থ করা ও রেওয়ায়েত করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দুর্বল। বিশেষত তার পাণ্ডুলিপিগুলি পুড়ে যাওয়ার পর। এ কারণেই আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহমদ বিন আবী বাক্র আল বুসিরী (৮৪০ হি) বলেছেন: "আব্দুলাহ বিন লাহীয়া-এর দূর্বলতার কারণে আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের সনদটি দুর্বল।"

হাদীস নং ২: আউফ ইবনু মালেক (রা) বর্ণিত হাদীস

আউফ ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ এক বলেছেন:

يَطَّلِعُ اللهُ عَلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ كُلِّهِمْ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

"মহান আল্লাহ্ মধ্য শা'বানের রাতে সৃষ্টির প্রতি দৃকপাত করেন। অতঃপর শিরকে লিপ্ত অথবা বিদ্বেষে লিপ্ত ব্যতীত সকলকে মাফ করে দেন।"

এ হাদীসটি আবু বকর আহমদ বিন আমর আল বাযযার তাঁর সনদে ইবনু লাহীয়া থেকে, তিনি তাঁর শায়খ আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনউম থেকে, তিনি তাঁর সনদে আউফ বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন।"

এই সনদটিও ইবনু লাহীয়া ও তার শায়খ আব্দুর রহমানের দূর্বলতার কারণে দূর্বল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। হাফিয নূরুদ্দীন আলী বিন আবি বকর আল-হায়সামী (৮০৭ হি) বলেন: "এ সনদের মধ্যে আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনউমকে আহমদ বিন সালেহ নির্ভরযোগ্য বলেছেন, পক্ষান্তরে অধিকাংশ ইমাম তাকে দুর্বল হিসেবে অভিহিত করেছেন। আর ইবনু লাহীয়াও দুর্বল। এছাড়া সনদের অন্যান্য রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।"

হাদীস নং ৩: আব্দুলাহ ইবনু আমর (রা) বর্ণিত হাদীস

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন: يَطْلُعُ الله إلى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النصف من شعبانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إلا لاثْنَيْنِ مُشَاحِنٍ وَقَاتِلِ نَفْسٍ

"আল্লাহ তা'আলা মধ্য-শা'বানের রাতে তাঁর সৃষ্টির দিকে দৃকপাত করেন। অতঃপর বিদ্বেষী ও আত্মহননকারী ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন।"

এ হাদীসটি ইমাম আহমদ তাঁর সনদে ইবনু লাহীয়া থেকে, তিনি তাঁর শায়খ হুয়াই বিন আব্দিল্লাহ্ আল মু'আফেরী থেকে, তিনি আবু আব্দুর রাহমান আল-হাবলী থেকে, তিনি আব্দুলাহ্ বিন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু লাহীয়ার দুর্বলতার কারণে এ হাদীসের দুর্বলতা স্পষ্ট। আল্লামা হাইসামী বলেন: এ হাদীসের সনদে ইবনু লাহীয়া রয়েছেন। তিনি দুর্বল, এছাড়া বাকি রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস নাসির উদ্দীন আলবানী বলেছেন, ইবনু লাহীয়া এককভাবে এ হাদীস বর্ণনা করেননি, বরং রিশদীন বিন সা'দ বিন হুয়াই নামক অন্য রাবীও ইবনু লাহীয়ার উস্তাদ হুয়াই বিন আব্দিলাহ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফলে হাদীসটি হাদীস বিশারদদের পরিভাষায় "হাসান লি গাইরিহী" হিসেবে গণ্য হবে।"
হাদীস নং ৪: মুয়ায ইবনু জাবাল (রা) বর্ণিত হাদীস

মুয়ায ইবনু জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ এই বলেছেন:

يَطْلِعُ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

"মহান আল্লাহ মধ্য শা'বানের রাতে তাঁর সৃষ্টির প্রতি দৃকপাত করেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষী ব্যতীত সকলকে মাফ করে দেন।"

এ হাদীসটি ইবনু আবি আসিম তাঁর সনদে মাকহুল থেকে, তিনি মালেক বিন ইউখামের থেকে, তিনি মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। আল্লামা হায়সামী বলেন, ইমাম তাবারানী এ হাদীসটিকে তাঁর কাবীর ও আওসাত গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত উভয় বর্ণনার রাবীগণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।

এভাবে আমরা দেখছি যে, হাদীসটির সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে সনদটি বিশুদ্ধ হিসেবে বিবেচিত হবে যদি মালেক বিন ইউখামের থেকে মাকহুলের শ্রবণ প্রমাণিত হয়। মাকহুল তাবেয়ী। তিনি ১১২ হি. অথবা তার পরে মৃত্যুবরণ করেছেন।" মালেক বিন ইউথামেরও তাবিয়ী। তিনি ৭০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর সময় মাকতূলের বয়স বিশের কোঠায় ছিল বলে মনে হয়। কাজেই তাঁর সাথে মাকহুলের সাক্ষাত ও শিক্ষা গ্রহণ অসম্ভব নয়। কিন্তু আল্লামা যাহাবী (৭৪৮ হি) মনে করেন মাকহুল মালেক বিন ইউখামের থেকে শ্রবণ করেননি, বরং তিনি অন্য কারো মাধ্যমে মালিক-এর হাদীস শুনেছেন। বর্ণনার সময় তিনি উক্ত ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে মুরসাল বা বিচ্ছিন্ন-রূপে মালিক-এর নামে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম যাহাবীর মতানুসারে হাদীসটির সনদ মুনকাতি বা বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল।

হাদীস নং ৫: আবু সা'লাবা খুশানী (রা) বর্ণিত হাদীস

আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ কি বলেছেন:

إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يطَّلِعُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ، فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَتْرُكُ أَهْلَ الضَّغَائِنِ وَأَهْلَ الْحِقْدِ

بِحِقْدِهِمْ

"যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সৃষ্টি জীবের প্রতি দৃকপাত করেন। অতপর মুমিনদেরকে মার্জনা করে দেন। আর হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতায় লিপ্তদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেন।"

এ হাদীসটি ইবনু আবী আসিম আহওয়াস বিন হাকিম থেকে তাঁর সনদে আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আহওয়াস ব্যতীত এ সনদের সকল রাবী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। আহওয়াস সম্বন্ধে ইবনু হাজার (৮৫২হি) বলেন, তিনি তাবিয়ী ছিলেন, আবেদ ছিলেন, তবে তাঁর স্মরণ শক্তি দুর্বল ছিল। এ ধরনের রাবীর বর্ণনা কিছুটা দুর্বল বলে গণ্য হলেও একই অর্থে অন্যান্য রাবীর বর্ণনা থাকলে তা শক্তিশালী বলে গণ্য করা হয়। শাইখ আলবানী এ হাদীসের টীকায় বলেছেন, হাদীসটি সহীহ বা বিশুদ্ধ। এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য, শুধুমাত্র আহওয়াস ব্যতীত। তিনি মুখস্ত শক্তিতে দুর্বল। তবে তাঁর মত রাবীর বর্ণনা সমার্থক অন্যান্য রেওয়ায়েত দ্বারা শক্তিশালী বলে গণ্য হবে।

এছাড়া এ হাদীসটি ইমাম তাবারানী ও বায়হাক্বী তাঁদের সনদে মাকহুল থেকে, তিনি আবু সালাবা (রা) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, মাকহুল তাবেয়ী। সাহাবাদের মধ্য থেকে যাঁদের মৃত্যু ৭০ হিজরী সনের পরে হয়েছে তাঁদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। আবু সালাবা (রা) ৪০ হিজরী সনে অথবা তার অল্প কিছু পরে ইন্তেকাল করেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, হাদীসটির সনদ মুনকাতে বা বিচ্ছিন্ন। আবু সা'লাবা (রা) - এর সাথে মাকহুলের সাক্ষাত হয়নি। তিনি অন্য কারো মাধ্যমে হাদীসটি শুনেছেন, যার নাম তিনি উল্লেখ করেন নি। এজন্য বায়হাক্বী বলেন, হাদীসটি মাকস্থল ও আবু সালাবা এর মাঝখানে বিচ্ছিন্ন এবং মুরসাল বা বিচ্ছিন্নরূপে হাদীসটি শক্তিশালী।

হাদীস নং ৬: আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ঠিক বলেছেন:

إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَغْفِرُ اللهُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

"যখন মধ্য শা'বানের রাত আসে তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা মুশরিক-অংশীবাদী অথবা বিদ্বেষী ব্যতীত সকল বান্দাহকে ক্ষমা করে দেন।"

এ হাদীসটি ইমাম বায্যার ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হিশাম বিন আব্দুর রহমানের সনদে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হিশাম অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি হওয়ার কারণে এ সনদটি দুর্বল। আল্লামা হায়সামী বলেন, এ সনদে হিশাম বিন আব্দুর রহমান সম্বন্ধে কোন কিছু জানা যায়না, তবে সনদের অন্যান্য রাবী নির্ভরযোগ্য।*

হাদীস নং ৭: আবু বাকর সিদ্দীক (রা) বর্ণিত হাদীস

আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ একি বলেছেন:

إذا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إلى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ اللهُ لِعِبَادِهِ إِلَّا مَا كَانَ مِن مُشْرِكٍ أَوْ

مُشَاحِنٍ لأَخِيهِ

"যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন আল্লাহ্‌ তা'য়ালা দুনিয়ার আসমানে অবরতণ করেন। অতঃপর তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে শিরকে জড়িত অথবা নিজের ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন।"

এ হাদীসটি ইমাম বয্যার ও অন্যান্য মুহাদ্দিস আব্দুল মালিক ইবনু আব্দুল মালেকের সনদে আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা হায়সামী বলেন, এ সনদের আব্দুল মালেক ইবনু আব্দুল মালেককে ইবনু আবি হাতিম (রা) তার 'আল-জারহু ওয়াত তা'দীল' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন তবে তার কোনো দুর্বলতা উল্লেখ করেন নি। এছাড়া সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।" কিন্তু ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইমাম বুখারী (রা) উক্ত আব্দুল মালেক ইবনু আব্দুল মালেক এবং তার এ সনদকে দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।""

হাদীস নং ৮: আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ এটি বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ.

"মহিমান্বিত পরাক্রান্ত আল্লাহ মধ্য শা'বানের রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। অতপর 'কালব' সম্প্রদায়ের মেষপালের পশমের চেয়েও অধিক সংখ্যক লোককে ক্ষমা করে দেন।"

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। ১৬ নং হাদীসের আলোচনায় আমরা এর সনদ সম্পর্কে

বিস্তারিত জানতে পারব।

হাদীস নং ৯: তাবেয়ী কাসীর বিন মুররা বর্ণিত হাদীস

তাবিয়ী কাসীর ইবনু মুরা বলেন, রাসূলুল্লাহ এই বলেছেন:

إِنَّ رَبَّكُمْ يَطَّلِعُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلى خَلْقِهِ فَيَغْفِرُ لَهُمْ كُلهمْ إِلا أَنْ يَكُونَ مُشْرِكاً أَوْ مُصَارِماً

"তোমাদের প্রতিপালক মধ্য শাবানের রাতে তাঁর বান্দাদের প্রতি দৃকপাত করেন এবং শিরকে লিপ্ত অথবা সম্পর্কছিন্নকারী ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করেন।"

এ হাদীসটি হারিস ইবনু উসামা (২৮২ হি) তাঁর মুসনাদে খালেদ ইবনু মা'দান থেকে, তিনি কাসীর ইবনু মুররা থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেন। ইমাম বায়হাক্কীও হাদীসটি তাঁর সনদে মাকহুল থেকে, তিনি কাসীর ইবনু মুররা থেকে বর্ণনা করেন। হাদীসটি উদ্ধৃত করে বাইহাকী বলেন, এটি শক্তিশালী মুরসাল।

উপরের ৯টি হাদীস একই অর্থ নির্দেশ করে। তা হলো, এ রাতের মর্যাদা। হাদীসগুলির আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, এ রাত্রের মর্যাদা ও এ রাত্রে মহান আল্লাহ কর্তৃক বান্দাদের ক্ষমা করার বিষয়টি বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। শায়খ মুহাম্মদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (১৩৫৩ হি) উল্লিখিত হাদীসগুলির মধ্য থেকে কতিপয় হাদীস উল্লেখ পূর্বক বলেন, এ হাদীসসমূহ সার্বিক ভাবে ঐ সকল লোকের বিরুদ্ধে একটি শক্ত দলীল যারা মনে করেন যে, মধ্য শাবানের রাতের মর্যাদা সম্পর্কে কোন হাদীস প্রমাণিত হয়নি।"

তাঁর সংগে কণ্ঠ মিলিয়ে শাইখ মুহাম্মাদ নাসির উদ্দীন আলবানী বলেন, "হাদীসটি সহীহ বা বিশুদ্ধ। হাদীসটি অনেক (৮ জন) সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে, যা একটি অন্যটিকে শক্তিশালী হতে সহায়তা করে।

সিরিয়ার প্রখ্যাত আলেম আল্লামা জামাল উদ্দীন কাসিমী (১৩৩২ হি/১৯১৪ খৃ) ও অন্যান্য কতিপয় আলিম বলেন যে, মধ্য শাবানের ফযীলত সম্বন্ধে কোন বিশুদ্ধ হাদীস নেই। এর প্রতিবাদ করে আলবানী বলেন, বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হওয়ায় এবং কঠিন দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকায় হাদীসটি নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই শায়খ কাসিমীর উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। এছাড়া অন্য যে আলিমই এ ধরনের ঢালাও মন্তব্য করেছেন তাদের সকলের কথাই অগ্রহণযোগ্য। ব্যস্ততা বা গভীর অনুসন্ধানের অভাবের কারণেই তাঁরা এরূপ মন্তব্য করেছেন।

সামগ্রিকভাবে সব হাদিস অনুসন্ধান করে মোট সাত শ্রেণির লোকের কথা পাওয়া যায়, যাদেরকে আল্লাহ শবে বরাতের এ বিশেষ রাতেও ক্ষমা করবেন না। তারা হলো, (১) মদ্যপায়ী বা নেশাগ্রস্ত। (২) মুশরিক বা শিরকে লিপ্ত। (৩) কোনো মুমিন ভাইয়ের সাথে অন্যায়ভাবে বিদ্বেষ পোষণকারী। (৪)আত্মহত্যাকারী। (৫) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী। (৬) টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী (৭) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান।

অতএব এ রাত এর যে ফজিলত রয়েছে, তা অনস্বীকার্য।

শবে বরাতের আমল ও ইবাদত

শবে বরাতের ফজিলত সহিহ হাদিসের আলোকের সুসাব্যস্ত হলেও এ রাতে আমল করা যাবে কিনা, তা নিয়ে সালাফের মাঝে বেশ ইখতিলাফ দেখা যায়।

মুলত এ রাতে ইবাদত করার বিষয়ে দুটি মত পাওয়া যায়। এক. হিজাজের ফুকাহায়ে কিরাম। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আতা রহ., ইবনু আবি মুলাইকা রহ., মালিক রহ. ও মদিনার ফকিহগণ। তারা বলেন, এ রাতে আলাদাভাবে কোনো অতিরিক্ত ইবাদত করা বিদআত হবে। কারণ, এ ব্যাপারে কোনো নস পাওয়া যায় না। দুই. সিরিয়ার ফুকাহায়ে কিরাম। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, মাকহুল রহ., খালিদ বিন মাদান রহ., লুকমান বিন আমির রহ., আওজায়ি রহ., ইসহাক বিন রাহুয়াহ রহ. প্রমুখ। তারা বলেন, এ রাতে ইবাদত করা যাবে। তবে ঘরে বসে ব্যক্তিগতভাবে নাকি মসজিদে এসে সবাই মিলে, এটা নিয়ে আবার দুটি মত পাওয়া যায়। ইমাম ইসহাক রহ.-এর মত হলো মসজিদে এসে সবাই মিলে ইবাদত করা যাবে। আর ইমাম আওজায়ি রহ.-এর মত হলো, না, এটা বরং ঘরে একাকী ও ব্যক্তিগতভাবে করতে হবে, মসজিদে এসে এলান করে ইবাদত করার অনুমতি নেই।

এ দুটি মত হতে শক্তিশালী মত হলো, ব্যক্তিগতভাবে একাকী ঘরে বসে ইবাদত করা যাবে, তবে দলবদ্ধভাবে বা একাকী মসজিদে এসে জমায়েত হওয়া যাবে না। কারণ, একটি গ্রহণযোগ্য মুরসাল হাদিসে এ রাতে ঘরে বসে ইবাদত করার বিষয়ে বর্ণনা পাওয়া যায়। তাই ইবাদত বিষয়ক মাসআলায় অতিরিক্ত কিয়াস না করে এ হাদিসের ওপর ভিত্তি করে যারা বলেছেন যে, ঘরে একাকী ও ব্যক্তিগতভাবে ইবাদত করার যাবে, তাদের মতটিই অধিক শক্তিশালী।
ইমাম বায়হাক্বী বলেন, আমাদেরকে বলেছেন আবু নসর ইবনু কাতাদাহ্, তিনি আবু মানসুর মুহাম্মদ ইবনু আহমদ আযহারী থেকে, তিনি ইমরান ইবনু ইদরীস থেকে, তিনি আবু উবায়দুল্লাহ থেকে, তিনি তাঁর চাচা ইবনু ওয়াহাব থেকে, তিনি মুয়াবিয়া ইবনু সালিহ থেকে, তিনি আলা ইবনুল হারিস থেকে। তিনি বলেন, আয়শা (রা) বলেছেন:

قَامَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى ظننت أنه قد قبض فَلَمَّا رأيت ذَلِكَ قُمْتُ حَتَّى حَرَّكْتُ إِبْهَامَهُ فَتَحَرَّكَ فَرَجَعْتُ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَفَرَغْ مِنْ صَلاتِهِ قَالَ :يَا عَائِشَةُ أَوْ يَا حُمَيْرَاءُ، أَظَنَنْتِ أَنَّ النَّبِيَّ قَدْ خَاسَ بك ؟ إقُلْتُ :لا والله، يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنَّنِي ظَنتُ أَنَّكَ قُبِضَتَ

لِطُولِ سُجُودِكَ .فقال :أَتَدْرِينَ أَي لَيْنَةٍ هَذِهِ؟ قُلْتُ :اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ .قَالَ :هَذِهِ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلّ يَطَّلِعُ عَلَى عِبَادِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ

"রাসূলুল্লাহ্ (ঃ) একদা রাতে সালাত আদায় করছিলেন। তিনি সাজদায় যেয়ে দীর্ঘ সময় সাজদায় থাকলেন। এমনকি আমার মনে হল যে, তাঁর ওফাত হয়ে গেছে। আমি যখন এমনটি দেখলাম তখন শয়ন থেকে উঠে তাঁর বৃদ্ধাংগুলি নাড়া দিলাম, ফলে তিনি নড়ে উঠলেন। তখন আমি (বিছানায়) ফিরে গেলাম। অতঃপর যখন তিনি সাজদা থেকে মস্তক উঠালেন এবং নামায শেষ করলেন তখন বললেন, হে আয়শা, তুমি কি মনে করেছিলে যে, নবী (স) তোমার সাথে প্রতারণা করেছেন? আমি বললাম, আলাহর শপথ, আমি এমনটি মনে করিনি। বরং আপনার দীর্ঘ সিজদার কারণে আমার মনে হয়েছে যে, আপনার ওফাত হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, তুমি কি জান এটি কোন্ রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (ক) সম্যক জ্ঞাত। তিনি বললেন, এটি মধ্য শাবানের রাত। আল্লাহ তা'য়ালা এ রাতে বান্দাদের প্রতি দৃকপাত করেন। যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদেরকে ক্ষমা করেন, যারা দয়া প্রার্থনা করে তাদেরকে দয়া করেন এবং যারা বিদ্বেষী তাদেরকে তাদের অবস্থাতেই রেখে দেন।"

এ হাদীসে মধ্য শাবানের রাতে সালাত আদায় এবং দয়া ও ক্ষমা প্রার্থনার উৎসাহ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ)ﷺ(বছরের প্রত্যেক রাতেই এভাবে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন এবং দীর্ঘ সাজদায় আল্লাহর কাছে কাঁদাকাটা করে দোয়া করতেন। তা সত্ত্বেও হাদীসটি সহীহ বলে প্রমাণিত হলে এ রাত্রির বিশেষ সাজদা ও দোয়ার ফযীলত প্রমাণিত হয়।

কিন্তু হাদীসটি দুর্বল। তাবিয়ী 'আলা ইবনুল হারেস আয়েশা (রা) থেকে কোনো কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। বরং আয়েশার মৃত্যুর পরে তাঁর জন্ম। 'আলা ইবনুল হারেস মধ্যম পর্যায়ের গ্রহণযোগ্য রাবী। তার মুত্যু হয়েছে ১৩০ হি. সনে। তিনি ৭০ বছর বেঁচে ছিলেন। সে হিসেবে তাঁর জন্ম সাল হবে ৬০ হি.। অপরদিকে হযরত আয়শার মৃত্যু হয়েছে ৫৭ হিজরী সালে। এভাবে আমরা দেখছি যে, 'আলা অন্য কারো মাধ্যমে হাদীসটি শুনেছেন কিন্তু তার নামোল্লেখ করেন নি। এ অনুল্লিখিত ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতা অজ্ঞাত থাকার কারণে হাদীসটি দুর্বল। এ ছাড়া সনদের অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে প্রথম বা দ্বিতীয় পর্যায়ের, যাদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য [কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত: ফযীলত ও আমল, পৃষ্ঠাঃ ২০]
সুতরাং শবে বরাতে ব্যক্তিগতভাবে একটু ভালোভাবে সময় নিয়ে ইবাদত করা যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হলো তখন এটাকে বিদআত বলার অবকাশ নেই। তাই এ মাসআলায় হিজাজের ফুকাহায়ে কিরামের চাইতে সিরিয়ার ফুকাহায়ে কিরামের মতই অধিক শক্তিশালী হবে। তবে ইবাদতের ক্ষেত্রে যেহেতু নিয়ম হলো, এতে নিজের পক্ষ

থেকে কিয়াস বা অনুমান করে কোনো কিছু বাড়তি-কমতি করা যাবে না; বিধায় এ রাতে ইবাদতের নামে মসজিদে একত্রিত হওয়া এবং সবাই মিলে সেখানে রাত জেগে ইবাদত করা ঠিক হবে না। বরং এটা একটি অতিরিক্ত রুসুমে পরিণত হবে, যার কোনো প্রমাণ কুরআন ও সুন্নাহয় নেই।

এ রাতে অতিরিক্ত কিছু নফল ইবাদত ও দুআ করার ব্যাপারে আরও অনেক সালাফ ও ইমামের মত পাওয়া যায়। এখানে তাদের কয়েকজনের থেকে এ বিষয়ে মতামত উল্লেখ করছি।

ইবনু উমর রা. বলেন:

خَمْسُ لَيَالٍ لَا تُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءَ :لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَتَي الْعِيدَيْنِ

'পাঁচ রাতের দুআ প্রত্যাখ্যাত হয় না। এক. জুমআর রাতে। দুই, রজবের প্রথম রাতে। তিন. মধ্য শাবানের রাতে। চার. ইদুল ফিতরের রাতে। পাঁচ. ইদুল আজহার রাতে।' (মুসান্নাফু আব্দির রাজ্জাক ৪/৩১৭, হা. নং ৭৯২৭, প্রকাশনী: আল-মাজলিসুল ইলমি, ভারত)

ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন:

وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ :إِنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ

الْأَضْحَى، وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ) ...قَالَ

الشَّافِعِيُّ : (وَأَنَا أَسْتَحِبُّ كُلَّ مَا حُكِيَتْ فِي هَذِهِ اللَّيَالِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فَرْضًا

'আমাদের কাছে এ বর্ণনা পৌঁছেছে যে, বলা হয়, পাঁচ রাতে দুআ কবুল হয়।
এক. জুমআর রাতে। দুই, ইদুল আজহার রাতে। তিন. ইদুল ফিতরের রাতে। চার, রজবের প্রথম রাতে। পাঁচ. মধ্য শাবানের রাতে। ... (ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন,) আর আমি এসব রাতের ব্যাপারে যা বর্ণনা করলাম, তা করা (অর্থাৎ দুআ করা) পছন্দ করি। তবে এটা আবশ্যক কিছু নয়।' (আল- উম্মু: ১/২৬৪, প্রকাশনী: দারুল মারিফা, বৈরুত)।

মধ্য শাবানের রজনীর ফযীলত বিষয়ে বর্ণিত কিছু হাদীসে এ রাত্রিতে সাধারণভাবে দোয়া করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ রাতে দোয়া করা, আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আকুতি জানানো এবং জীবিত ও মৃতদের পাপরাশি ক্ষমালাভের জন্য প্রার্থনার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

উসমান ইবনু আবিল আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَادَى مُنَادٍ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ؟ فَلَا يَسْأَلُ أَحَدٌ شَيْئاً إِلَّا أعطي؛ إِلَّا زَانِيَةً بِفَرْجِهَا أَوْ مُشْرِكٌ

"যখন মধ্য-শাবানের রাত আগমন করে তখন একজন আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে, কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। কোন যাচনাকারী আছে কি? আমি তাকে দান করব। ব্যাভিচারিনী ও শিরকে জড়িত ব্যতীত যত লোক যা কিছু চাইবে সকলকেই তাদের প্রার্থনা পূরণ করে দেয়া হবে।"

এ হাদীসটি ইমাম বায়হাক্বী তাঁর শায়খ আবুল হুসাইন বিন বিশরান থেকে, তিনি আবু জাফর বায্যায় থেকে, তিনি মুহাম্মদ বিন আহমদ রিয়াহী থেকে, তিনি জামে বিন সাবীহ রামলী থেকে, তিনি মারহুম বিন আব্দুল আজিজ থেকে, তিনি দাউদ বিন আব্দুর রহমান থেকে, তিনি হিশাম বিন হাসসান থেকে, তিনি হাসান বসরী থেকে, তিনি সাহাবী উসমান বিন আবিল আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন।* এ হাদীসে মধ্য-শাবানের রাতে আল্লাহর কাছে পাপমার্জনা ও দুনিয়া ও আখেরাতের প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করার সুস্পষ্ট উৎসাহ দেয়া হয়েছে। শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটি দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।" তবে হাদীসটির সনদ অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, হাদীসটির সনদ কিছুটা দুর্বল হলেও তা বানোয়াট, বাতিল বা অত্যন্ত দুর্বল পর্যায়ের নয়।

ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর এর ' কুরআন সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত, ফজিলত ও আমল 'গ্রন্থে শবে বরাতের ফযীলত বিষয়ে বর্ণিত অন্য কিছু হাদীসে এ রাত্রিতে বিশেষ পদ্ধতিতে নিদ্দিষ্ট সংখ্যক রাকআত সালাত আদায়ের বিশেষ ফযীলতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুহাদ্দিস ও আলিমগণের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী এ অর্থে বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন, যা

হিজরী চতুর্থ শতকের পরে রাসুলুলাহ (স)-এর নামে রচনা করে বানোয়াট সনদ তৈরি করে প্রচার করা হয়েছে। মুহাদ্দিসগণ নিরীক্ষার মাধ্যমে জালিয়াতি নিশ্চিত করেছেন। তাঁরা একমত যে, শবে বরাতের রাত্রিতে নির্দিষ্ট রাক'আত নির্দিষ্ট সুরা দিয়ে পাঠ করার অর্থে বর্ণিত সকল হাদীসই বানোয়াট এবং গল্পকার ওয়ায়েযদের মস্তিস্কপ্রসূত কথা। নিম্নে হাদীসগুলো আলোচনা করা হল। যেহেতু এগুলি সবই রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামে প্রচারিত বানোয়াট কথা যা তিনি কখনোই বলেন নি বলে মুহাদ্দিসগণ একমত, এজন্য এখানে এ সকল হাদীসের আরবী না লিখে সংক্ষেপে বাংলা ভাবার্থ লেখা হলো

হাদীস নং ১: ৩০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ৩০ বার ইখলাস

"যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে প্রত্যেক রাকাতে ৩০বার সুরা ইখলাস পাঠের মাধ্যমে ৩০০ রাকাত সালাত আদায় করবে জাহান্নামের আগুন অবধারিত এমন ১০ ব্যক্তির ব্যপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।" হাদীসটি আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম বাতিল বা ভিত্তিহীন হাদীস সমূহের মধ্যে উলেখ করেছেন।

হাদীস নং ২: ১০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ১০ বার ইখলাস

মধ্য শাবানের রজনীতে এ পদ্ধতিতে সালাত আদায়ের প্রচলন হিজরী চতুর্থ শতকের পরে মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, ৪৪৮ হি. সনে বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রথম এ রাত্রিতে এ পদ্ধতিতে সালাত আদায়ের প্রচলন শুরু হয়। এ সময়ে বিভিন্ন মিথ্যাবাদী গল্পকার ওয়ায়েয এ অর্থে কিছু হাদীস বানিয়ে বলেন। এ অর্থে ৪টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার প্রত্যেকটিই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

প্রথমটি আলী (রা) -এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স) এর নামে প্রচারিত: "যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে ১০০ রাকআত সালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাকআতে সুরা ফাতিহা ও ১০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে সে উক্ত রাতে যত প্রয়োজনের কথা বলবে আল্লাহ তার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। লাওহে মাহফুজে তাকে দুর্ভাগা লিপিবদ্ধ করা হলেও তা পরিবর্তন করে সৌভাগ্যবান হিসেবে তার নিয়তি নির্ধারণ করা হবে, আল্লাহ তার কাছে ৭০ হাজার ফিরিশতা প্রেরণ করবেন যারা তার পাপ রাশি মুছে দেবে, বছরের শেষ পর্যন্ত তাকে সুউচ্চ মর্যাদায় আসীন রাখবে, এছাড়াও আল্লাহ তায়ালা 'আদন' জান্নাতে ৭০ হাজার বা ৭ লক্ষ ফিরিশতা প্রেরণ করবেন যারা জান্নাতের মধ্যে তার জন্য শহর ও প্রাসাদ নির্মাণ করবে এবং তার জন্য বৃক্ষরাজি রোপন করবে...। যে ব্যক্তি এ সালাত আদায় করবে এবং পরকালের শান্তি কামনা করবে আলাহ তায়ালা তার জন্য তার অংশ প্রদান করবেন।"

হাদীসটি সর্বসম্মতভাবে বানোয়াট ও জাল। এর বর্ণনাকারীগণ কেউ অজ্ঞাত পরিচয় এবং কেউ মিথ্যাবাদী জালিয়াত হিসেবে পরিচিত।

হাদীস নং ৩: ১০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ১০ বার ইখলাস

এটি ১০০ রাকাত সংক্রান্ত ২য় হাদীস। ইবনু ওমর (রা)-এর সূত্রে রাসুলুল্লাহ (স)-এর নামে বর্ণনা করা হয়েছে:

"যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে এক শত রাকাত সালাতে এক হাজার বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে তার মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ তা'য়ালা তার কাছে ১০০ জন ফিরিশতা প্রেরণ করবেন, তন্মধ্যে ত্রিশজন তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিবে, ত্রিশজন তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপত্তার সুসংবাদ প্রদান করবে, ত্রিশজন তাকে ভুলের মধ্যে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে এবং দশজন তার শত্রুদের ষড়যন্ত্রের জবাব দিবে।"
হাদীসটি বানোয়াট। সনদের অধিকাংশ রাবী অজ্ঞাতপরিচয়। বাকীরা মিথ্যাবাদী হিসাবে সুপরিচিত।

হাদীস নং ৪: ১০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ১০ বার ইখলাস

এটি ১০০ রাকাত সংক্রান্ত ৩য় হাদীস। জাল হাদীস বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদীগণ এ হাদীসটি বিশিষ্ট তাবেয়ী ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ আল বাকের (১১৫ হি) থেকে রাসুলুল্লাহ (স) এর বরাতে বর্ণনা করেছে: "যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে ১০০ রাকআত সালাতে ১০০০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে তার মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তার কাছে ১০০ ফিরিশতা প্রেরণ করবেন। ৩০ জন তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিবে, ৩০ জন তাকে দোজখের আগুন থেকে মুক্তি দিবে, ৩০ জন তার ভুল সংশোধন করবে এবং ১০ জন তার শত্রুদের নাম লিপিবদ্ধ করবে।"

এ হাদীসটিও বানোয়াট। সনদের কিছু রাবী অজ্ঞাতপরিচয় এবং কিছু রাবী মিথ্যাবাদী হিসাবে সুপরিচিত।।

হাদীস নং ৫: ১০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ১০ বার ইখলাস

এটি ১০০ রাকাত সংক্রান্ত ৪র্থ হাদীস। আমরা দেখেছি যে, ১০০ রাকাত সংক্রান্ত এ বিশেষ পদ্ধতিটি হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন গল্পকার ওয়ায়েযের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং যুগে যুগে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক পর্যায়ে ভারতীয় ওয়ায়েযগণ এ পদ্ধতির মধ্যে প্রত্যেক দুই রাকাতের পরে "তাসবীহুত তারাবীহ"র প্রচলন করেন এবং ১০০ রাকাত পূর্ণ হওয়ার পর কতিপয় সাজদা, সাজদার ভিতরে ও বাইরে কতিপয় দোয়া সংযুক্ত করেছেন।

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৬ হি) বানোয়াট হাদীসসমূহের মধ্যে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। যার সারমর্ম হলো, মধ্য শাবানের রাতে পঞ্চাশ সালামে ১০০ রাকাত সালাত আদায় করতে হবে। প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতেহার পর ১০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করতে হবে।

প্রত্যেক দুই রাকাত পর তাসবীহুত তারাবীহ পাঠ করবে, এর পর সাজদা করবে। সাজদার মধ্যে কিছু নির্ধারিত বানোয়াট দোয়া পাঠ করবে। অতঃপর সাজদা থেকে মাথা তুলবে এবং রাসূলুল্লাহ (স) এর উপর দরূদ পাঠ করবে ও কিছু নির্ধারিত বানোয়াট দোয়া পাঠ করবে। অতঃপর দ্বিতীয় সাজদা করবে এবং তাতে কিছু নির্ধারিত বানোয়াট দোয়া পাঠ করবে।""
হাদীস নং ৬: ৫০ রাক'আত সালাত

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত: ফযীলত ও আমল

ইমাম যাহাবী এ হাদীসটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট হাদীস হিসেবে হাদীসটির বর্ণনাকারী অজ্ঞাত রাবী মুহাম্মদ বিন সাঈদ আল-মীলী আত- তাবারীর জীবনীতে উলেখ করেছেন। উক্ত মুহাম্মদ বিন সাঈদ এ হাদীসটি তার মতই অজ্ঞাত রাবী মুহাম্মদ বিন আমর আল-বাজালীর সনদে আনাস (রা) থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেন: "যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে ৫০ রাকাত সালাত আদায় করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে যত প্রকার প্রয়োজনের কথা বলবে তার সবই পূরণ করে দেয়া হবে। এমনকি লাওহে মাহফুজে তাকে দুর্ভাগ্যবান হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হলেও তা পরিবর্তন করে তাকে সৌভাগ্যবান করা হবে। এবং আল্লাহ তা'আলা তার কাছে ৭ লক্ষ ফেরেশতা প্রেরণ করবেন যারা তার নেকী লিপিবদ্ধ করবে, অপর ৭লক্ষ ফেরেশতা প্রেরণ করবেন যারা তার জন্য বেহেশতে প্রাসাদ নির্মাণ করবে..... এবং ৭০ হাজার একত্ববাদীর জন্য তার সুপারিশ গ্রহন করা হবে...।"

ইমাম যাহাবী এ জাল হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, "যে ব্যাক্তি এ হাদীসটি বানিয়েছে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে লাঞ্চিত করুন।"

হাদীস নং ৭: ১৪ রাক'আত সালাত

ইমাম বায়হাক্বী তাঁর সনদে আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "আমি রাসুলুলাহ)ﷺ(কে মধ্য-শাবানের রাতে ১৪ রাকাত সালাত আদায় করতে দেখেছি। সালাত শেষে বসে তিনি ১৪ বার সূরা ফাতিহা, ১৪ বার সূরা ইখলাছ, ১৪ বার সূরা ফালাক, ১৪ বার সূরা নাস, ১ বার আয়াতুলকুরসী এবং সূরা তাওবার শেষ দু আয়াত তেলাওয়াত করেছেন, এ সব কাজের সমাপ্তির পর আমি তাঁকে এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি)ﷺ(বললেন: তুমি আমাকে যে ভাবে করতে দেখেছ এভাবে যে করবে তার আমল নামায় ২০টি কুবুল হজ্বের সাওয়াব লিখা হবে এবং ২০ বছরের কুবুল সিয়ামের সাওয়াব লিখা হবে।পরদিন যদি সে সিয়াম পালন করে তবে দু বছরের সিয়ামের সাওয়াব তার আমল নামায় লিখা হবে।"

হাদীসটি উল্লেখ করার পর ইমাম বায়হাক্বী বলেন: ইমাম আহমদ বলেছেন যে, এ হাদীসটি আপত্তিকর, পরিত্যাক্ত, জাল ও বানোয়াট বলে প্রতীয়মান হয়। হাদীসটির সনদে অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারীগণ রয়েছে।"*

অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করার বিষয়ে ইমাম বাইহাকীর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইবনুল জাওযী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন: হাদীসটি বানোয়াট, এর সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন।.... সনদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন মুহাজির রয়েছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেনঃ মুহাম্মদ বিন মুহাজের হাদীস বানোয়াট-কারী।

হাদীস নং ৮: ১২ রাক'আত, প্রত্যেক রাক'আতে ৩০ বার ইখলাস

জালিয়াতগণ আবু হুরায়রা (রা) পর্যন্ত একটি জাল সনদ তৈরী করে তাঁর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছে। "যে ব্যক্তি মধ্য শা'বানের রাতে ১২ রাকআত সালাত আদায় করবে এবং প্রত্যেক রাকআতে ৩০ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে, সালাত শেষ হওয়ার পূর্বেই বেহেশতের মধ্যে তার অবস্থান সে অবলোকন করবে। এবং তার পরিবারের সদস্যদের মধ্য থেকে জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত হয়েছে এমন দশ ব্যক্তির ব্যাপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।"

এ হাদীসের সনদের অধিকাংশ বর্ণনাকারীই অজ্ঞাত। এছাড়াও সনদের মধ্যে কতিপয় দুর্বল ও পরিত্যাহ্য বর্ণনাকারী রয়েছে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, মধ্য শা'বানের রাতে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট রাকআত সালাত আদায় সংক্রান্ত হাদীসগুলি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে সকলেই একমত। কিন্তু কতিপয় নেককার ও সরলপ্রাণ ফকীহ ও মুফাস্সির তাঁদের রচনাবলিতে এগুলির জালিয়াতি ও অসারতা উল্লেখ ব্যতীতই এসকল ভিত্তিহীন এগুলি উল্লেখ করেছেন। এমনকি কেউ কেউ এগুলোর উপর ভিত্তি করে ফতোয়া প্রদান করেছেন ও তদানুযায়ী আমল করেছেন, যা পরবর্তীতে এ রীতি প্রসারিত হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, মসজিদের অজ ইমামগন জনসাধারণকে একত্র করা ও নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ফাঁদ হিসেবে এ সকল সালাত, সালাতুর রাগায়েব ও অনুরূপ অন্যান্য বানোয়াট পদ্ধতির সালাতকে ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া বিভিন্ন গল্পকার বর্ননাকারী তাদের মাহফিল জমানোর জন্য এগুলো বর্ণনা করেন যার সাথে সত্যের কোন সম্পর্ক নেই।

শবে বরাতে নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি না বানিয়ে, নামাজের বিশেষ কোনো রাকআত-সংখ্যা বা নিয়ম তৈরি না করে, দলবদ্ধভাবে বা মসজিদে জমায়েত না হয়ে এককভাবে ঘরে কিছু নফল ইবাদত-বন্দেগি করার বিষয়টি হাদিস, সালাফের আমল ও ফুকাহায়ে কিরামের ফতোয়া থেকে প্রমাণিত। আর এটা যেহেতু নফল ও মুসতাহাব একটি বিষয়, তাই এ নিয়ে কোনো পক্ষেরই বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। আমলকারীরাও বিপরীত মতের লোকদের কটাক্ষ করবে না এবং আমল থেকে নিবৃত্ত থাকা ব্যক্তিরাও আমলকারীদের বিষয়ে কোনো কটু কথা বলতে পারবে না। এভাবে উভয় পক্ষ শান্ত থেকে কাজ করলে তবেই হবে তা শরয়ি দাবি ও তাকাজার বাস্তবায়ন। তা না করে উভয় পক্ষের যারাই এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, মুসতাহাবকে ফরজ মনে করবে কিংবা শরিয়া-অনুমোদিত কাজকে বিদআত বলে হাঙ্গামা করে, এরা সবাই মূলত প্রান্তিকতার শিকার। অতএব, সবাইকে এ বিষয়ে সংযত থাকতে হবে।

শবে বরাতের পরের দিন রোজা

শবে বরাতের আমল ও ইবাদত নিয়ে যেমন ইখতিলাফ আছে, তেমনই এর রোজা নিয়েও বেশ তর্ক-বিতর্ক আছে। কেউ এদিনে রোজা রাখাকে সুন্নাত বা মুসতাহাব বলেন, কেউ জায়িজ বলেন, আর কেউ বিদআত বলেন। বস্তুত এ তর্ক-বিতর্ক অনেকটাই থেমে যাবে; যদি আমরা সত্যিকার বুঝার নিয়তে এসংক্রান্ত হাদিসটির অবস্থা যাচাই করে দেখি। কেননা, যারা এদিনে রোজা রাখার পক্ষে, তাদের ভিত্তি বা দলিল হলো ইবনু মাজাহ-তে বর্ণিত একটি হাদিস। হাদিসটি যদি সহিহ বা হাসান বা ন্যূনতম সাধারণ পর্যায়ের জইফও হতো, তাহলে এ থেকে সুন্নাত প্রমাণ না করা গেলেও কমপক্ষে মুসতাহাব বা জায়িজ অবশ্যই প্রমাণ করা যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, হাদিসটি নিতান্তই জইফ ও মারাত্মক দুর্বল। আর মুহাদ্দিসিনে কিরামের মূলনীতি অনুসারে মারাত্মক দুর্বল হাদিস কোনো ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়; চাই তা আকায়িদের ক্ষেত্রে হোক, আহকামের ক্ষেত্রে হোক কিংবা ফাজায়িলের ক্ষেত্রে হোক।

সুনানে ইবনু মাজাহ-তে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ :أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبي طَالِبٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا

'আলি বিন আবি তালিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, যখন মধ্য শাবানের রাত (শবে বরাত) আসে তখন তোমরা রাতে নামাজ পড়ো এবং দিনে রোজা

রাখো।' (সুনানু ইবনি মাজাহ : ১/৪৪৪, হা. নং ১৩৮৮প্রকাশনী: দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যি)

এতে 'ইবনু আবি সাবরা' নামক একজন বর্ণনাকারী আছে, যার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ খুবই কঠিন মন্তব্য করেছেন। তার ব্যাপারে আমরা হাদিসশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ইমামদের মন্তব্য দেখি, তারা কী বলেন:

১. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. বলেন, 'সে জাল হাদিস তৈরি করত।' (আল-জারহু ওয়াত-তাদিল: ৭/৩০৬, রাবি নং ১৬৬১, প্রকাশনী: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি ইবনু আবি সাবরাকে মিথ্যুক বলেছেন।' (কিতাবুল মাজরুহিন, ইবনু হিব্বান: ৩/১৪৭, রাবি নং ১২৫৬, প্রকাশনী: দারুল ওয়ায়ি, হালব)

২. ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাইন রহ. বলেন, 'তার হাদিসের কোনো ভিত্তি নেই।' (প্রাগুক্ত)

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, 'তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।' (তারিখু বাগদাদ : ১৪/৩৭৩, রাবি নং ৭৬৯৭, প্রকাশনী: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

৩. ইমাম ইবনু হিব্বান রহ. বলেন, 'নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের থেকে সে জাল হাদিস হাদিস বর্ণনা করত। তার হাদিস লেখা ও তদ্বারা দলিল দেওয়া বৈধ নয়।' (কিতাবুল মাজরুহিন, ইবনু হিব্বান ৩/১৪৭, রাবি নং ১২৫৬, প্রকাশনী: দারুল ওয়ায়ি, হালব)

৪. ইমাম হাকিম রহ. বলেন, 'হিশাম বিন উরওয়া রহ. ও এমন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের থেকে সে জালভাবে হাদিস বর্ণনা করত।' (তাহজিবুত তাহজিব: ১২/২৮, রাবি নং ১৩৮, প্রকাশনী: মাতবাআতুদ দায়িরাতিল মাআরিফিন্নিজামিয়্যা, ভারত)

৫. ইমাম সাজি রহ. বলেন, 'তার অনেক মুনকার হাদিস রয়েছে।' (প্রাগুক্ত)

৬. ইমাম বুখারি রহ. বলেন, 'সে মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) বর্ণনাকারী।' (আল- কামিল, ইবনু আদি: ৯/১৯৮, রাবি নং ২২০০, প্রকাশনী: আল-কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত)।

এঁদের মন্তব্য থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায়, হাদিসের ক্ষেত্রে তার অবস্থা কেমন। অনেক ইমাম তো তার ব্যাপারে হাদিস জাল করার অভিযোগ করেছেন। এ হিসেবে তার বর্ণিত হাদিস জাল হওয়ার কথা। তবে অন্যান্য ইমামদের কথার সাথে সমন্বয় করে আমরা যে তাকে ন্যূনতম মারাত্মক দুর্বল রাবি হিসেবে বিবেচনা করতে পারি, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

অর্থাৎ সে একজন মাতরুক (পরিত্যাক্ত) বর্ণনাকারী, যার বর্ণিত হাদিস মারাত্মক দুর্বল হয়, যদ্বারা শরিয়তের কোনো আমলই প্রমাণিত হয় না। অতএব,
ইবনু মাজাহ-তে বর্ণিত হাদিসটি মওজু না হলেও কমপক্ষে মারাত্মক দুর্বল অবশ্যই। এতে কারও সন্দেহ করার সুযোগ বা অধিকার কোনোটিই নেই। এমন হাদিস না আকায়িদের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, না মাসায়িলের ক্ষেত্রে আর না ফাজায়িলের ক্ষেত্রে। অতএব, এ হাদিস দ্বারা শবে বরাতের বিশেষ রোজা সাব্যস্ত করার কোনোই অবকাশ নেই।
বাকি থেকে যায়, এ হাদিসটির কি আরও একাধিক সনদ আছে, যেখানে এ ইবনু আবি সাবরা নামক বিতর্কিত বর্ণনাকারী নেই? উত্তর হলো, না, এসংক্রান্ত এমন কোনো হাদিস পাওয়া যায় না, যে হাদিসের সনদে এ বর্ণনাকারী নেই। অতএব, একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ার সুবাদে এ হাদিসটিকে কোনোরকমে আমলযোগ্য বানানোর পথও একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেল!
প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ সিয়াম পালন সুন্নাত নির্দেশিত গুরুত্বপূর্ণ নফল ইবাদত। এছাড়া রাসূলুল্লাহ)ﷺ(শাবান মাসে বেশি বেশি সিয়াম পালন করতেন। সাধারণত তিনি শাবানের প্রথম থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত রোযা রাখতেন এবং অনেক সময় প্রায় পুরো শাবানই সিয়ামরত থাকতেন। ** এজন্য শাবানের প্রথম থেকে ১৫ তারিখ অথবা অন্তত ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ সিয়াম পালন সুন্নাত সম্মত গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল। তবে শুধু ১৫ই শাবান সিয়াম পালনের বিষয়ে কোনো গ্রহণযোগ্য হাদীস পাওয়া যায় না। ১৪ রাক'আত বিষয়ক (উপরে উল্লখিত সালাত সংক্রান্ত ৭ নং) হাদীসেও সিয়াম পালনের ফযীলত উল্লেখ করা হয়েছে। **কিন্তু হাদীসটি জাল**। এ বিষয়ক আরেকটি **সনদবিহীন কথা:**

مَنْ صَامَ يَوْمَ خَامِسَ عَشَرَ شَعْبَانَ لَمْ تَمْسَسْهُ النَّارُ أَبَداً

"যে ব্যক্তি শাবান মাসের ১৫ তারিখে সিয়াম পালন করবে, জাহান্নামের আগুন কখনোই তাকে স্পর্শ করবে না।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন:

فأما صوم يوم النصف مفردًا فلا أصل له، بل إفراده مكروه

'আর আলাদাভাবে শবে বরাতের একটি রোজা রাখার কোনো ভিত্তি নেই; বরং এভাবে এককভাবে শবে বরাতের রোজা রাখা মাকরুহ।' (ইকতিজাউস সিরাতিল মুসতাকিম: ২/১৩৮, প্রকাশনী: দারু আলামিল কুতুব, বৈরুত)

এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, 'শবে বরাতের রোজা' নামে আমাদের দেশে যেটার প্রচলন আছে, তা সুন্নাহ-সমর্থিত নয়। এক কথায় বলা যায়, 'শবে বরাতের রোজা' নামে ইসলামে আলাদা ও বিশেষ কোনো রোজা নেই। কেউ শবে বরাতের নামে এভাবে রোজা রাখলে তা বিদআত হবে। কারও যদি আইয়ামে বিজের রোজা রাখার অভ্যাস বা ইচ্ছা থাকে, সেটা ভিন্ন বিষয়। এর সাথে শবে বরাতের রোজা গুলিয়ে ফেলে শবে বরাতে রোজা আছে সাব্যস্ত করা সঠিক সমঝের পরিচায়ক নয়। অনুরূপ কারও যদি সোমবার বা বৃহস্পতিবার নফল রোজা রাখার অভ্যাস থেকে থাকে এবং শাবানের পনেরো তারিখ সেদিনটির সাথে মিলে যায় তাহলেও এ হিসাবে তার জন্য রোজা ঠিক আছে। অনুরূপ হাদিসে শাবানে অধিক পরিমাণে রোজা রাখার কথা পাওয়া যায়। অতএব, দিন-তারিখ নির্দিষ্ট না করে শাবান মাসে যদি কেউ বেশি বেশি রোজা রাখে এবং এ রোজার ধারাবাহিকতায় পনেরো তারিখেও রোজা রাখে, তাহলেও সেটা ঠিক আছে। কেননা, সেটা শবে বরাতকে কেন্দ্র করে রোজা রাখা হচ্ছে না এবং তার নিয়তের মধ্যে শবে বরাতের রোজার কোনো ব্যাপারও নেই। এসব ছাড়া শুধু শবে বরাতকে উদ্দেশ্য করে বিশেষভাবে এদিনে রোজা রাখার প্রথাটি কিছুতেই শরিয়া-সমর্থিত নয়; বরং সমাজে শবে বরাতের নামে এ রোজার প্রচলন থাকায় এটা বিদআত বলেই পরিগণিত হবে। বাস্তব সমীক্ষা বলে, আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক এ দিনে শবে বরাতের রোজা হিসেবেই আলাদা একটি রোজা রেখে থাকে। তাই এ থেকে আমাদের অবশ্যই বিরত থাকতে হবে এবং অন্যদেরও সতর্ক করতে হবে।[শবে বরাত: প্রান্তিকতামুক্ত প্রামাণ্য একটি পর্যালোচনা]

কিছু সনদ-বিহীন বানোয়াট আমল:

উপরে আমরা মধ্য-শাবানের রত্রি সম্পর্কে বর্ণিত সহীহ, যয়ীফ ও জাল হাদীসগুলি আলোচনা করেছি। এগুলি বিভিন্ন সনদে হাদীসের গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়েছে এবং মুহাদ্দিসগণ নিরীক্ষার মাধ্যমে এগুলির গ্রহণযোগ্যতার পর্যায় নির্ধারণ করেছেন। এগুলি ছাড়াও আমাদের সমাজে শবে বরাত বিষয়ে আরো কিছু কথা "হাদীস" নামে প্রচলিত, যেগুলির কোনোরূপ কোনো সনদ বা ভিত্তি পাওয়া যায় না। যে হাদীসের সনদ আছে তা নিরীক্ষার মাধ্যমে সহীহ, যয়ীফ বা জাল বলে নির্ধারণ করেছেন মুহাদ্দিসাগণ। আর যে হাদীসের কোনোরূপ সনদই পাওয়া যায় না, কেবল লোকমুখে "হাদীস" বলে প্রচলিত, তা সন্দেহাতীতভাবে জাল ও ভিত্তিহীন বলে গণ্য। এ জাতীয় কিছু বিষয়ে আলোক পাত করছি।

১. শবে বারাতের গোসলঃ

প্রচলিত সনদ-বিহীন কথাগুলির অন্যতম হলো এ রাতে গোসল করার ফযীলত বিষয়টি যদিও ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা, তবুও আমাদের সমাজে তা ব্যাপক প্রচলিত। আমদের দেশের প্রচলিত প্রায় সকল পুস্তকেই এ জাল কথাটি লিখা হয় এবং ওয়াযে আলোচনায় বলা হয়। প্রচলিত একটি বই থেকে উদ্ধৃত করছি: "একটি হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি উক্ত রাত্রিতে এবাদতের উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় গোসল করিবে, সে ব্যক্তির গোসলের প্রত্যেকটি বিন্দু পানির পরিবর্তে তাহার আমল নামায় ৭০০ (সাতশত) রাকাত নফল নামাযের ছওয়াব লিখা যাইবে। গোসল করিয়া দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল অজুর নামায পড়িবে।..

এ মিথ্যা কথাটি দ্বারা প্রভাবিত ও প্রতারিত হয়ে কঠিন শীতের রাতেও অনেকে গোসল করেন। উপরন্ত ফোটা ফোটা পানি পড়ার আশায় শরীর ও মাথা ভাল করে মোছেন না। এর ফলে অনেকে, বিশেষত, মহিলারা ঠাণ্ডা-সর্দিতে আক্রান্ত হন। আর এ কষ্ট শরীয়তের দৃষ্টিতে বেকার পণ্ডশ্রম ছাড়া কিছুই নয়। কারণ, সুন্নাতের আলোকে এ রাতে গোসল করে ইবাদত করা আর ওযু করে ইবাদত করার মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য নেই। অনুরূপভাবে এ রাতে গোসল করা এবং অন্য কোনো রাতে গোসল করার মধ্যেও কোনো পার্থক্য নেই।

২.শবে বরাতের হালুয়া-রুটি/ গোশত-রুটি:

এ রাত্রিতে হালুয়া-রুটি তৈরি করা, খাওয়া, বিতরণ করা ইত্যাদি সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কর্ম। এ রাত্রিতে এ সকল কর্ম করলে কোনো বিশেষ সাওয়াব পাওয়া যাবে মর্মে কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ে ফুরফুরার পীর আল্লামা আবু জাফর সিদ্দীকী তাঁর লেখা "আল-মাউযূআত" গ্রন্থে বলেন: "মুর্খ লোকেরা বলে যে, 'রাসূলুল্লাহ উচ যখন উহদ যুদ্ধে আহত হন এবং তাঁর মুবারক দাঁত ভেঙ্গে যায় তখন তিনি হালুয়া খেয়েছিলেন। এজন্য শবে বারাতে হালুয়া বানতে হয়।' কথাটি ভুল। আর উহদের যুদ্ধ শাওয়াল মাসে ঘটেছে।
শবে বরাত উপলক্ষ্যে বিশেষ কোনো খাবার দাবারের আয়োজনকে জরুরী বা সওয়াবের কাজ মনে করা সম্পূর্ণ বিদ’ আত।হ্যা সওয়াবের কাজ বা জরুরী মনে না করে, কেউ যদি শবে বরাতের দিনে ভালো কোনো খাবারের আয়োজন করে, তাহলে এমনটা করার রুখসত থাকবে।হ্যা এই দিনে বিশেষ ভাবে রুটি বানানোর যদি কোনো রেওয়াজ থাকে,তাহলে এটা অবশ্যই বিদ’ আত হবে।[https://ifatwa.info/13302/#:~:text=%E0%A6%B6%E0%A6%AC%E0%A7%87%20%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%20%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7%20%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%8B%20%E0%A

6%96%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0,%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%87%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E2%80%99%E0%A6%86%E0%A6%A4%20%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A5%A4]

প্রচলিত আরো কিছু ভিত্তিহীন কথা

আমাদের দেশে প্রচলিত পুস্তকাদিতে অনেক সময় লেখকগণ বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধকে একসাথে মিশ্রিত করেন। অনেক সময় সহীহ হাদীসেরও অনুবাদে অনেক বিষয় প্রবেশ করান যা হাদীসের নামে মিথ্যায় পরিণত হয়। অনেক সময় নিজেদের খেয়াল-খুশি মত বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থের নাম ব্যবহার করেন। এগুলির বিষয়ে আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। মহান আল্লাহ দয়া করে আমাদের লেখকগণের পরিশ্রম কবুল করুন, তাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন এবং আমাদের সকলকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক প্রদান করুন। শবে বরাত বিষয়ক কিছু ভিত্তিহীন কথা আমাদের দেশে প্রচলিত একটি পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করছি। প্রায় সকল পুস্তকেই এই কথাগুলি কম বেশি লিখা হয়েছে।

"হাদীসে আছে, যাহারা এই রাত্রিতে এবাদত করিবে আল্লাহ তাআলা আপন খাছ রহমত ও স্বীয় অনুগ্রহের দ্বারা তাহাদের শরীরকে দোজখের অগ্নির উপর হারাম করিয়া দিবেন। অর্থাৎ তাহাদিগকে কখনও দোজখে নিক্ষেপ করিবেন না। হযরত (স) আরও বলেন- আমি জিবরাইল (আঃ) এর নিকট শুনিয়াছি, যাহারা শা'বানের চাঁদের ১৫ই তারিখের রাত্রিতে জাগিয়া এবাদত বন্দেগী করিবে, তাহারা শবে ক্বদরের এবাদতের সমতুল্য ছওয়াব পাইবে।

আরও একটি হাদীসে আছে, হযরত (স) বলিয়াছেন, শাবানের চাঁদের ১৫ই তারিখের রাত্রিতে এবাদতকারী আলেম, ফাজেল, অলী, গাউছ, কুতুব, ফকীর, দরবেশ, ছিদ্দীক, শহীদ, পাপী ও নিষ্পাপ সমস্তকে আল্লাহ তা'আলা মার্জনা করিবেন। কিন্তু যাদুকর, গণক, বখীল, শরাবখোর, যেনাকার, নেশাখোর, ও পিতা-মাতাকে কষ্টদাতা- এই কয়জনকে আল্লাহ তা'আলা মাফ করিবেন না।

আরও একটি হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা শাবানের চাঁদের ১৫ই তারিখের রাত্রিতে ৩০০ খাছ রহমতের দরজা খুলিয়া দেন ও তাঁহার বান্দাদের উপর বে-শুমার রহমত বর্ষণ করিতে থাকেন।

কালইউবী কিতাবে লিখিত আছে, একদিন হযরত ঈসা (আ) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন হে খোদাতাআলা। এ যামানায় আমার চেয়ে বুযর্গ আর কেহ আছে কি? তদুত্তরে আল্লাহ তাআলা বলিলেন, হাঁ, নিশ্চয়ই। সম্মুখে একটু গিয়াই দেখ। ইহা শুনিয়া ঈসা (আ) সম্মুখের দিকে চলিতে লাগিলেন..... তখন বৃদ্ধ বলিলেন, আমি এতদ্দেশীয় একজন লোক ছিলাম। আমার মাতার দোওয়ায় আল্লাহ তাআলা আমাকে এই বুযুর্গী দিয়াছেন। সুতরাং আজ ৪০০ বৎসর ধরিয়া আমি এই পাথরের ভিতরে বসিয়া খোদা তাআলার এবাদত করিতেছি এবং প্রত্যহ আমার আহারের জন্য খোদা তাআলা বেহেশত হইতে একটি ফল পাঠাইয়া থাকেন। ইহা শুনিয়া হযরত ঈসা (আঃ) ছেজদায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।... তখন আল্লাহ তাআলা বলিলেন, হে ঈসা (আ): জানিয়া রাখ যে, শেষ যমানার নবীর উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি শাবানের চাঁদের পনরই তারিখের রাত্রে জাগিয়া এবাদত বন্দেগী করিবে ও সেদিন রোযা রাখিবে নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি আমার নিকট এই বৃদ্ধের চেয়েও বেশী বুযুর্গ এবং প্রিয় হইতে পারিবে। তখন ঈসা (আ) কাঁদিয়া বলিলেন, হে খোদা তাআলা। তুমি আমাকে যদি নবী না করিয়া আখেরী যমানার নবীর উম্মত করিতে তাহা হইলে আমার কতই না সৌভাগ্য হইত। যেহেতু তাঁহার উম্মত হইয়া এক রাত্রিতে এত ছওয়াব কামাই করিতে পারিতাম।... হাদীসে আছে, শাবানের চাঁদের চৌদ্দই তারিখের সূর্য অস্ত যাইবার সময় নিম্নলিখিত দোওয়া (লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) ৪০ বার পাঠ করিলে ৪০ বৎসরের ছগীরা গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

দুই দুই রাকাত করিয়া চারি রাকাত নামায পড়িবে... সূরা ফাতেহার পর প্রত্যেক রাকাতেই সূরা এখলাছ দশবার করিয়া পাঠ করিবে ও এই নিয়মেই নামায শেষ করিবে। হাদীসে শরীফে আছে, যাহারা এই নামায পড়িবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহাদের চারিটি হাজত পুরা করিয়া দিবেন ও তাহাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন। তৎপর ঐ রাে‌িত্রতে দুই দুই রাকাত করিয়া আরও চারি রাকাত নফল নামায পড়িবে।... প্রত্যেক রাকাতে সূরা ক্বদর একবার ও সূরা এখলাছ পঁচিশবার পাঠ করিবে এবং এই নিয়মে নামায শেষ করিবে। হাদীস শরীফে আছে,- মাতৃগর্ভ হইতে লোক যেরূপ নিষ্পাপ হইয়া ভূমিষ্ট হয়, উল্লিখিত ৪ রাকাত নামায পড়িলেও সেইরূপ নিষ্পাপ হইয়া যাইবে। (মেশকাত)

হাদীস শরীফে আছে, যাহারা এই নামায পাঠ করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহাদের পঞ্চাশ বৎসরের গুনাহ মার্জনা করিয়ো দিবেন। (তিরমিজী)

আরও হাদীসে আছে, যাহারা উক্ত রাত্রে বা দিনে ১০০ হইতে ৩০০ মরতবা দরূদ শরীফ হযরত)ﷺ(এর উপর পাঠ করিবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাহাদের উপর দোজখ হারাম করিবেন। হযরত (স)-ও সুপারিশ করিয়া তাহাদিগকে বেহেশতে লইবেন। (সহীহ বোখারী)

আর যাহারা উক্ত রাত্রিতে সূরা দোখান সাতবার ও সূরা ইয়াসীন তিনবার পাঠ করিবে, আল্লাহ তাহাদের তিনটি মকছুদ পুরা করিবেন। যথাঃ- (১) হায়াত বৃদ্ধি করিবেন। (২) রুজি-রেজক বৃদ্ধি করিবেন। (৩) সমস্ত পাপ মার্জনা করেবেন। "

উপরের কথাগুলি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হলো, গ্রন্থকার এখানে মেশকাত, তিরমিযী ও বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন ভিত্তিহীন কিছু কথার জন্য, যে কথাগুলি এ গ্রন্থগুলি তো দূরের কথা কোনো হাদীসের গ্রন্থেই নেই। এভাবে প্রতারিত হচ্ছেন সরলপ্রাণ বাঙালি পাঠক। বস্তুত এই জাতীয় প্রচলিত পুস্তকগুলি জাল ও মিথ্যা কথায় ভরা। মহান আল্লাহ এ সকল লেখকের নেক নিয়্যাত ও খিদমাত কবুল করুন এবং আমাদেরকে ও তাঁদেরকে ক্ষমা করুন।

শবে বরাতে করনীয়

লাইলাতুল নিসফি মিন শাবান সম্পর্কে, এর পক্ষে বিপক্ষে হাদিসের আলোকে আলোচনার পর, এই রাত এর অস্তিত্ব রয়েছে এবং তা ফজিলতপূর্ণ। তাই কিছু আমল বা কাজ আমরা করতে পারি যা আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতেও সহায়ক হবে।
শবে বরাতে আমাদের জন্য নিম্নোক্ত আমলগুলো করা উচিত:

১. ইশার নামাজ জামাআতের সহিত আদায় করা।

২. সাধ্যমতো ঘরে একাকি নফল নামাজ পড়া।

৩. গভীর মনোযোগ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করা।

৪. দুআ ও রোনাজারির মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা

৫. কখনো সখনো সম্ভব হলে একাকি কবর জিয়ারত করা।
৬. ফজরের নামাজ জামাআতের সহিত আদায় করা।

শবে বরাতের বরকত লাভের পূর্বশর্তঃ
নেক আমল কবুলের সাধারণ শর্তাবলিঃ

কুরআন ও হাদীসের আলোকে যে কোনো নেক আমল বা ইবাদত ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য তিনটি মৌলিক শর্ত রয়েছে।[কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত: ফযীলত ও আমল]

১), বিশুদ্ধ ঈমান ও ইখলাস: শিরক, কুফর ও নিফাক-মুক্ত বিশুদ্ধ ঈমান সকল ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত। উপরন্তু ইবাদতটি পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো রকম উদ্দেশ্যর সামান্যতম সংমিশ্রণ থাকলে সে ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন না।

সুন্নাতের অনুসরণ কর্মটি অবশ্যই রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সুন্নাত বা পদ্ধতি ও রীতি অনুসারে পালিত হতে হবে। যদি কোনো ইবাদত তাঁর শেখানো ও আচরিত পদ্ধতিতে পালিত না হয়, তাহলে যত ইখলাস বা আন্তরিকতাই থাক না কেন, তা আল্লাহর দরবারে কোনো অবস্থাতেই গৃহীত বা কবুল হবে না।

হালাল ভক্ষণ: ইবাদত পালনকারীকে অবশ্যই হালাল-জীবিকা-নির্ভর হতে হবে। হারাম ভক্ষণকারীর ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।

২) শিরক বর্জন

আমরা দেখেছি যে, মধ্য-শাবানের রাত্রি বা লাইলাতুল বারাআতের ক্ষমা ও বরকত লাভের জন্য সহীহ হাদীসে দুটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে: (১) শিরক থেকে মুক্ত হওয়া ও (২) হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হওয়া। মানুষের জীবনের ভয়াবহতম পাপ হলো শিরক। অন্যান্য সকল পাপের সাথে এর পার্থক্য হলো: (১) সকল পাপই আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাওবা ছাড়াও ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু পরিপূর্ণ তাওবার মাধ্যমে শিরক বর্জন ছাড়া শিরকের পাপ তিনি ক্ষমা করেন না। (২) সাধারণ পাপের কারণে মানুষের নেক কর্ম ধ্বংস হয় না, কিন্তু শিরকের কারণে মানুষের সকল নেক কর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়।

৩. হিংসা-বিদ্বেষ বর্জন

হিংসা-বিদ্বেষ একটি মহাপাপ। মহাপাপ হওয়া ছাড়াও এ পাপ অন্যান্য নেক আমল ধ্বংস করে দেয় এবং আল্লাহর সাধারণ ক্ষমা থেকে

বঞ্চিত করে। উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা তা জেনেছি। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ বলেন:
تعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مرتين يَوْمَ الاثنينِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا
عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَال
اتركوا أَوْ ارْكُوا هَدَيْنِ حَتَّى يَقِيدًا

"মানুষদের আমল প্রতি সপ্তাহে দুবার পেশ করা হয়। প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার। তখন সকল মুমিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয়, কেবলমাত্র যে বান্দার সাথে তার ভাইয়ের বিদ্বেষ-শত্রুতা আছে সে ব্যক্তি বাদে। বলে দেওয়া হয়, এরা যতক্ষণ না ফিরে আসে ততক্ষণ এদেরকে বাদ দাও

শবে বরাতে বর্জনীয় কাজসমূহ

আমাদের সমাজে শবে বরাতকে কেন্দ্র করে অনেক রুসুম ও রেওয়াজ চালু আছে, যার কোনোটিই শরিয়াহ সমর্থিত নয়। আমাদের এসব প্রথা ও প্রচলন থেকে বেঁচে থাকতে হবে। যেমন:

১. হালুয়া-মিষ্টি তৈরি করা।
২. শবে বরাত কে উদ্দেশ্য করে গোসল করা।
৩. বিশেষ পদ্ধতি ও নির্দিষ্ট রাকআতে নামাজ পড়া।
৪. মৃতদের আত্মা বাড়িতে আসা এবং সবাইকে দেখে যাওয়া এই মর্মে বিশ্বাস রাখা : এটা মূলত হিন্দুদের আকিদা-বিশ্বাস। মৃত্যুর পর রুহ কখনো ফিরে আসে না। হয় সে ইল্লিয়িয়নে থাকে নয়তো সিজ্জিনে। বাড়িতে এভাবে আত্মা ফিরে আসার হিন্দুয়ানি আকিদা-বিশ্বাসের দ্বারা ইমানের ভয়ানক ক্ষতি হয়। তাই এমন বিশ্বাস অবশ্যই পরিত্যাজ্য।
আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

'যেসব জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত।' (সুরা আল-আম্বিয়া: ৯৫)

৫. মসজিদে বয়ান করা ও কাঁথা-কম্বল নিয়ে মসজিদে গিয়ে সবাই একসাথে রাত জাগা।

৬. কবরস্থানে মোমবাতি জ্বালানো ও মসজিদ আলোকসজ্জা করা।

৭. শুধু শবে বরাত কে উদ্দেশ্য করে পরদিন সাওম পালন: শাবান মাসে বেশি বেশি সিয়াম পালন, বিশেষত প্রথম থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত সিয়াম পালন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সুপরিচিত সুন্নাত। এ ছাড়া প্রত্যেক মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ সিয়াম পালনও সুন্নাত নির্দেশিত গুরুত্বপর্ণ মুসতাহাব ইবাদত। এজন্য সম্ভব হলে শাবানের প্রথম ১৫ দিন, না হলে অন্তত ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ সিয়াম পালন উচিত।

৮ রাত্রি জাগরণ করে ফজরের সালাত কাযা করাঃ ফযরের নামায জামাতে পড়ছেন না বা মোটেই পড়ছেন না। এর চেয়ে কঠিন আত্মপ্রবঞ্চনা আর কিছুই হতে পারে না। শবে বরাত বা অনুরূপ রাত বা দিনগুলিতে আমরা যা কিছু করি না কেন সবই নফল ইবাদত। সারা জীবনের সকল নফল ইবাদতও একটি ফরয ইবাদতের সমান হতে পারে না। জীবনে যদি কেউ শবে বরাতের নামও না শুনে, কিন্তু ফরয-ওয়াজিব ইবাদত আদায় করে যায় তবে তার নাজাতের আশা করা যায়। আর যদি জীবনে ১০০টি শবে বরাত পরিপূর্ণ আবেগ নিয়ে ইবাদত করে কাটায়, কিন্তু একটি ফরয ইবাদত ছেড়ে দেয় তবে তার নাজাতের আশা থাকে না।

৯। এ রাতে ভাগ্য নির্ধারণ হয় এই বিশ্বাস পোষণ করাঃ এ রাত্রিতে ভাগ্য লিখা হয় মর্মে রাসুলুল্লাহ(ﷺ) ও সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট, মিথ্যা বা দুর্বল।

উপসংহার

সামগ্রিক বিবেচনায় প্রমাণ হলো যে, শবে বরাত সুসাব্যস্ত একটি বিষয়। এ রাতের ফজিলত-সংক্রান্ত কিছু প্রামাণ্য হাদিস রয়েছে। এতে নির্দিষ্ট করে বিশেষ পদ্ধতিতে কোনো আমল নেই। রাতে সাধ্যমতো যেকোনো নফল আমল করা যেতে পারে।

বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য ইমাম সংকলিত সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন।

يَنْزِلُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ

"প্রতি রাতে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে আল্লাহ প্রথম আসমানে নেমে বলেন, আমিই রাজাধিরাজ, আমিই রাজাধিরাজ। আমাকে ডাকার কেউ আছ কি? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। আমার কাছে চাওয়ার কেউ আছ কি? আমি তাকে প্রদান করব। আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার কেউ আছ কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। প্রভাতের উন্মেষ হওয়া পর্যন্ত এভাবে তিনি বলতে থাকেন।

অন্যান্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, মধ্যরাতের পরে এবং বিশেষত রাতের দু-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পরে তাওবা কবুল, দুআ কবুল ও হাজত মেটানোর জন্য আল্লাহ বিশেষ সুযোগ দেন। মুমিন যদি একটু আগ্রহী হন তবে প্রতি রাতই তার জন্য শবে বরাত।

অতি উৎসাহী যেকোনো কর্মকাণ্ড আমাদেরকে শবে বরাতের রহমত ও মাগফিরাতের মহা নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে দিতে পারে। আর কিছু আমলের ব্যাপারে আমরা খুব যত্নবান হলেও তা খুবই অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয়।

এসব রসম-রেওয়াজ, বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি ও অজ্ঞতা-বিদআত থেকে মুক্তি পেতে চলুন আমরা ছুটে যাই নববী নির্দেশনার পানে। হাদীসের আলোকেই নির্ধারণ করি শাবান ও শবে বরাত আমাদের কী করণীয় আর কী বর্জনীয়। আর এ উদ্দেশ্যেই লাইলাতুল নিসফি মিন শাবান সম্পর্কিত সহীহ, হাসান, নির্ভরযোগ্য ও অন্তত ফাযায়েলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হাদীসগুলো সংক্ষিপ্তকারে উল্লেখ করেছি।এ প্রচেষ্টার মধ্যে যদি কিছু কল্যাণকর থাকে তবে তা একান্তভাবেই আমার মহান রব্বের দয়া। আর এর মধ্যে যা কিছু ভুলভ্রান্তি রয়েছে তা সবই আমার অযোগ্যতা ও শয়তানের কারণে। আমি সকল ভুলভ্রান্তির জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এ রাতে গর্হিত ও অহেতুক সব কর্মকাণ্ড বর্জন করে হাদীসে বর্ণিত এসব আমল দ্বারা একটি সুন্দর ইসলামী জিন্দেগী গঠনের তাওফীক দান করুন।

সহায়ক গ্রন্থ

১) ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর এর ' কুরআন সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত, ফজিলত ও আমল '

২)মুফতি তারেকুজ্জামান এর ,' শবে বরাত: প্রান্তিকতামুক্ত প্রামাণ্য একটি পর্যালোচনা'

৩)মাসিক আল কাউসার, রজব ১৪২৮, বর্ষ ০৩, সংখ্যা ০৮।

৪) Ifatwa